প্রচ্ছন্ন স্বদেশ

নাভানা
পি ১০৩ প্রিন্সেপ স্ট্রীট, কলকাতা ৭২

প্রকাশক :
শ্রী কুনালকুমার রায়
নাভানা
পি ১০৩ প্রিন্সেপ স্ট্রীট
কলকাতা ৭২

প্রথম প্রকাশ : জানুআরি ১৯৬০

মুদ্রক :
শ্রী কুনালকুমার রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রী পূর্ণেন্দু পত্রী

সূচীপত্র

ডাঃ কালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বলা যায় ?

খিড়কিপুকুরের মতো সমুদ্র পেয়েছি এবার গোপালপুরে।
বারান্দার নিচে শুরু তীর,
কাঁকড়া তুলেছে কল্‌কা সারিবদ্ধভাবে।
মাখন-নরম বালি মাড়াতে-মাড়াতে ছোটে একপাল শিশু
সহসা জলের দিকে

নৌকা নেই
কাটামেরন নামানো যায়নি,
সমুদ্রের দানো-পাওয়া ঢেউ তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে
ডাঙায়, মুখ থুবড়ে আছে তারই পাশে গর্তে-বসা মুখ
জেলেদের

আকাশে মেঘের কষ জমা হয়, ঝরে
জলে মেশে সেই কষ।
তরল পাথর ভাঙে ঝড়ে ও ঝঞ্ঝায়
কী তীব্র উন্মাদ বৃষ্টি, মেঘডাক, ফেনা···
আকাশ চাবুকে হলো ফালা ফালা, ভাঙনে চুরমার

নুলিয়াপাড়ায় আজ তিনদিন চুলোয়
আগুন পড়েনি।
অনভ্যস্ত হাতগুলি শুধুই বাড়ানো থাকে গলির আঁধারে···
কিছুমিছু চায়
কিন্তু, কথাই বলে না···
বলা যায় ?

সমুদ্র, সবার জন্যে নয়

সমুদ্র একবারই একটি ওষ্ঠমাপ ঢেউ দিয়েছিলো
না, সবার জন্যে নয়-- একান্ত আমাকে।
অতিব্যক্তিগত ঢেউ, সামুদ্রিক ঢেউ, দিয়ে
সর্বস্বান্ত হলো আজ সমুদ্রের হৃদয়, করোটি।

ব্যক্তিগত পাপক্ষয় করে আমি, তোমার নিকটে
বসে আছি, ও সমুদ্র, অন্তত একবার ভালো কথা
শোনাও, ভিতরে টানো, জিহ্বা থেকে নখর অবধি
শুয়ে থাকি, ও সমুদ্র, একবার নিজস্ব ভালোবাসো

নক্ষত্রের বাতাসা কুড়োতে

সমুদ্রের জল এসে চেপে ধরে সনির্বন্ধ হাত—
যেতে হবে।
অত্যন্ত গভীরে নেমে যেতে হবে, সমুদ্র ছাড়িয়ে
একদিন।

মানুষের কাছাকাছি শিশু এসে লুকোচুরি খেলে
কালি মাখে, দোল খায় কী নরম সমুদ্রের কোলে
মূর্তিমান প্রগলভতা মুছে দেয় খেলার নকাশি
শিশুও কি মুছে দিতে-দিতে যায় সমুদ্রের দিকে ?
এড়িয়ে ভর্ৎসনা জ্ঞান ধ্যানমগ্ন প্রকৃত জটিল
সংস্রব। সে যেন যায় নক্ষত্রের বাতাসা কুড়োতে।
এখানে আকাশ এসে মুখ ছ্যাখে সমুদ্রের জলে—
দেখা যায় ?

আ স ছো ক বে ?

রোরো নদীর ধার থেকে ঐ একটি বালক
কুড়িয়ে পেয়েছিলো রঙিন বুকের পালক
এবং একটি পাথর পেয়ে, সেই পালকে
জড়িয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিলো এপার থেকে
পালক কি আর একাকিনী ওপার যাবে ?

যম-কালো এক মরদ ছিলো নদীর ওপার।
দেখাচ্ছিলো তার ভাগে লাল মোরগঝুঁটি,
বালক ছ্যাখে, অনেকগুলি দাগ ও-খুঁটির—
তফাৎ কি আর অম্‌নি হবে ?

কুড়িয়ে পেয়ে ছড়িয়ে দিলুম বুকের পালক
—আসছো কবে ? আসছো কবে ? আসছো কবে ?

গিরিমাটি-মাখা চলে

নদীর দুকূল-ভরা টলোমলো জল
রাঙা জল,
গিরিমাটি-মাখা চলে দুকূল প্লাবিনী
সন্ন্যাসিনী !
চলে এঁকে বেঁকে···
কোন্ ঘর ছেড়ে ও যে বাহিরে এসেছে
আমরা জানি না।
জানি না বলেই ভয়, খুবই ভয় করে···
যদি জনপদ ধরে, ভাসায় মানুষ !
মূর্তি দেখে মনে হলো, নিশ্চিত ভাসাবে ॥

কিসের কাজ, কেন ?

একটি কাঠ জড়িয়ে চলছিলো
একা একা, আকুল হয়ে লোক।
তাহার জন্যে ছিলো আমার শোক
শোকের মধ্যে ভাসতেছিলো কাঠ
ছিন্নভিন্ন স্মৃতির রাজ্যপাট

আলতাপাড় জড়িয়ে শাদা থানে
আমায় যেতে হলোই অন্যখানে
নিয়তি বড় নিঠুর, কেড়ে নিলো
কাঠ জড়িয়ে লোকটি চলে গেলো।
—এখানে কাজ শেষ হয়েছে বুঝি !
কিসের কাজ ? কেন বা এসেছিলো ?

দুঃখিত সে

দুঃখিত সে নদীর পাশে একটি সবুজ গাছের মতন
দুঃখিত সে আলোর কাছের একলহমা ছায়ার মতন
দুঃখিত সে দুঃখিত সে
যেমন কথা বললো এসে
অমনি সুখের ঝড়েব ঝাঁটায়
সবীজ কাঁটা উড়েই গেলো !
উড়লো ধুলো ও পরচুলো, ঠোঁটের প্রান্তে উঠলো বাঁশি,
দুঃখিত সেই মুখটি জুড়ে জ্বলে উঠলো সুখের হাসি ··

নদীর পাশের সবুজ গাছে ফুটলো কি ফুল অনন্তকাল ?

মুখটি তোলো

মধ্যিখানে শুয়েছিলেন দুখের করাত
তাতে আমার কেটেছে পা।
অন্ধকারে চিড় খেয়েছে আলোর বরাত
সেই ভরসায়,
জীবনযাপন এবং নৌকা টলোমলো
আমার বুকের ভেতর তোমার মুখটি তোলো

সন্দেহ

মোটামুটি দেহের পিদ্দিমে তেল থাকলেই হলো
তেল আর সলতে
দেয়াললণ্ঠন আর খাসগেলাস থাক বাবুর বাড়ি
ওঁদের আছে ভিনরকম পালাপাব্বন
আর শখসাবুদ
নিদেন আলোটুক্ না হলেই নয়, তাই
পিদ্দিমে তেল ভরতে বলেছি !
আসলে, সে-ইই সংসারে টান
এপার ওপার দুপারেই আঁধার
সুমুদ্দির গো, আলোসুদ্দ্‌ নদীতে ডুব দেলেন !
ফেশান কতো,
হতো বটে কচ্ছপের পেরান, কিছুতেই সাবাড় হতোনি

রাতটুকের জন্যেই আলো চাই—
গলার কাছটা ধরলি মনে লয় জোব্বারের মা,
কণ্ঠ শুনলি মনে লয় সানপুকুরের পেলানী
গা'র গন্ধে রাঙা পথের দাগ···
—হয় অবশ্য !
আলোটুক জ্বালতে পারলিই সন্দেহ খতম ॥

মাইথন বাংলোয়

ময়ূর চোখের মতো আবির গুলাব লাল তোমার নিকটে
এসেছি, দুদিন থেকে শান্তভাবে ফিরে যাবো বলে—
শহরে ক্ষিপ্রতা খুবই, এখানের আলস্য মন্থর
বিস্কুটের মতো দিন কফিতে ভিজিয়ে নিয়ে যাবো
ইচ্ছা ছিলো এই, কিন্তু ইচ্ছামতো বেড়ানো হলো না।
শুধু হিমঘুমে ডুবে, সম্মুখ-আবিরে ডুবে
শুয়ে থাকা গেলো। যে ক'দিন থাকা যায়
ভালোভাবে থেকে যাওয়া চলে ॥

জানে, ভেঙে দিলে তবে গড়া হয়

খিড়কিপুকুরের মতো সমুদ্র ফেঁদেছি একটি বাড়ির ছায়ায়
সিঁড়ি, বালি, ইটকাঠ, মজা কুয়ো পার হয়ে কুচোনো ঝিনুকে
পা কেটে সমুদ্রতীর পৌঁছে বসে থাকা।
উপর্যুপর দেখা, বাতাসের চড় খেয়ে ফেনার ফোঁসানি
আর কোনো কাজ নয়, চোখের ভিতরে টানো নীল উপদ্রব,
ফুসফুসে আঁশটে গন্ধ, গায়ে নুন, প্রসাধন সারো,
চিৎ হয়ে শুয়ে থাকো ফেনার উপরে
চিৎ হয়ে শুয়ে থাকো বালির উপরে
আর কোনো কাজ নয়, চোখের ভিতরে টানো নীল উপদ্রব
আর কোনো কাজ নয়, বুকের ভিতরে টানো নীল উপদ্রব
কোনো কাজ নয়, কাজ এখানে হবে না।

মনে হয়, দূরে আছে ইউক্যালিপ বন
বাতাসের তাড়া খেয়ে শুকনো পাতা বালির উপরে ত্থাখো
ছড়িয়ে রয়েছে।
ওগুলিই দুঃস্থ আর হাস্যকর নৌকো হয়ে ভোরে ভাসে জলে
ভাসায় নুলিয়াভাগ্য কাটামেরনের কোলে ছেঁড়াখোঁড়া রুপো,
বাতাসে কার্পণ্য নেই, কার্পণ্য কেবল দুধেভাতে
নুনভাত খাবে বলে কালো শিশু পা ছড়িয়ে কাঁদে
চুল বাঁধে ফুল গোঁজে, পা ছড়িয়ে কাঁদে
ভাতের বদলে ঢোকে সর্বনেশে বালি
গালের গহ্বর বোজে, কাঁকড়ার যেমন
তীর ফুটো-করা গর্ত বুজে যায় ফেনায়, স্ফটিকে।

মনে হয়, শতাব্দীর ভগ্নস্তূপ তুচ্ছ করে ইস্পাত-কঠোর
বাড়িটির রং-বর্ণ এখানে টেনেছে।

চতুর্দিকে ভাঙা, ভাঙা, দুঃসহ ভাঙন···
নড়বড়ে দাঁতের মতো জানলা ঝুলে আছে
হলুদ মরচে-পড়া কব্জা খসায় মেহগিনি-
শাল-সেগুনের মাংসে পূর্ণ ভোজসভা
এখানে, গোপালপুরে, সারে ঘুণপোকা !
শাদা ফকফকে খুলি, হাড় ইতস্তত
পড়ে আছে, মনে হয়, একদা রাতের নিশ্চিন্ত সংসার, ঘুম
তছনছ করেছে
ঝড়-ঝঞ্ঝা, সমুদ্রের নীলের ঈশ্বর
জানে, ভেঙে দিলে তবে গড়া হয় সুস্থ, বিধিমতো ॥

মানুষের একটি-দুটি কাজ থাকে

নীল অত্যাচারে মাতে ডুবন্ত জাহাজ
নিকটে, জলের কোল অশ্রুসিক্ত, বিষণ্ণ, করুণ
অনাদির অপেক্ষার মতো দেখে
ডুবোজাহাজের কাছে মহিমার শান্ত বিসর্জন
একা, তার কাছ থেকে সরে যাওয়া, সরে-সরে যাওয়া
আর কোনো কাজ নয়,
পারাপার নয়—অত্যাচারে
ক্রমাগত ডুবে-যেতে-চাওয়া-থেকে
প্রকৃত উদ্ধার— পাতালে, গভীর হাতে…
মানুষের
অবলীলাক্রম, একটি দুটি কাজ থাকে
সেই কাজে চিবুক ঘনিষ্ঠ হয়, অন্ন খায় প্রচণ্ড মধুরে
দিনযাপনের জাল থেকে খুঁটে-খুঁটে খাওয়া মাছ
পাখির পশ্চাতে পাখি ছুটে আসে

মানুষও তেমন,
মানুষের আর কোনো বিশিষ্ট কর্তব্য নেই
নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা ব্যতীত যে
পরোক্ষে মরণ !

যাবো, যেতে হলে ঠিকই যাবো

বাগানে বেগুন, আহা কোন্ রাঙা তরণী তোমার
যদি মনে করো আমি ভেসে যাবো কূলে ও সৈকতে
কূলবাসী পাবো, যদি মনে হয়, অরণ্যে যাবার
প্রয়োজন, তাও যাবো, কিন্তু, কূলে দেবোও প্রণতি
কিন্তু যাবো, মিথ্যে নয়,
যাবো, চলে যেতে হবে বলে, যাবো
ঘুণাক্ষর মিথ্যে নয়
যাবো
যেতে হলে যাবো ॥

ইচ্ছে করে

ইচ্ছে করে জীবনের জামাকাপড়ের মতন যন্ত্রণাগুলোকে
একে একে নীল সমুদ্রের পারে খুলে রেখে আসি
তারপর ? তারপরে তো লোকালয়ে ঢোকার কথা নয়,
বনবাস—
সেখানে কোনো যন্ত্রণা নেই, গ্রাসাচ্ছাদন, জানলা দরজা,
তালাচাবি
তার.নামই স্বাধীনতা, তার নামই উন্মুক্তি !

বারেবারে চেষ্টা করেছিলুম, গভীরতা থেকে অগভীর,
খোলা জায়গায়
পল্লীর আশপাশে বেড়িয়ে এসে দাঁড়িয়েছি আজ—
শুধু একটি শিশুর কান্না শোনবার জন্যে !
তারপর ? সেই কান্না শুনে বনেই ফিরে গেছি।

পরদিন ঠিক যখন মাথার উপর খাড়া হয়ে উঠেছে চাঁদ
তার দিকে তাকিয়ে দেখি, অবাক কাণ্ড ! সেই শিশুটিই
তখন
আলুথালু পায়ে আমার বুকের উপর উঠে দাঁড়িয়েছে !

মনে হয়, কিছুই দেবে না

কখনো দেখিনি তাকে, কিন্তু তার মুখময় পরিত্রাণ
লেখা হয়ে আছে
পথের ধুলোতে তীব্র হয়েছে ও-মুখ
অর্জুনের ছায়া-ফেলা সংশ্লিষ্ট অসুখ
তাকে বন্দী করে
মনে হয় সুখী হবে ঝড়ে
বৃষ্টিতেও কিছুটা স্বাধীন
সম্ভ্রান্ত পোশাক ছেড়ে কাছাকাছি থাকবে কিছুদিন

আমন্ত্রণ করে নিতে এসেছিল, একাকীও নয়
সঙ্গে ছিলো সামাজিক শান্ত বরাভয়
হঠাৎ দাঁড়ালো —'চোখ গেলো'
আকাশেও মেঘ
কিছুকাল ছিলো নদীবেগ
আকাশেও মেঘ
কিছুকাল ছিলো নদীবেগ।

কোথাও দেখিনি আমি দোপাটির ছায়ায় রয়েছে
কেঁচোর স্মারক-স্তম্ভ
কোনোদিন কাউকে দেখেছো নিরঙ্কুশ, অনুভূতিপ্রিয়
বাংলোর পিছনে এক সমুদ্র রয়েছে
পুঁইমাচাটির—
কী নীল উদ্ধত নীল সমুদ্রের কাছে—
নদী পড়ে আছে
পেঁপেগাছটির মধু এতো কি সুদূর !

আবার তোমাকে দেখা, সেগুন-মঞ্জরী,
তুমি কিছু কথা দেবে ?
কালকে জানাবে ?
—ভালোবাসো কিনা ?
মনে হয়, কিছুই দেবে না ॥

একটি জন্ম

কখনো জাগিনি আগে ভোরবেলা ঘাসের মতন
শিশিরে চপেটাঘাতে, কিংবা ঝাউবন চূর্ণ করা
হাওয়ায় জাগিনি আগে ভোরবেলা কখনো এমন
জাগিনি, আমার চিত্ত চিরকাল ছিল জয় করা
বিকেলবেলার আমি মাঝরাতে ঘুরেছি বাগানে,
একি স্বাভাবিকভাবে আজ তুমি জাগালে আমায়,
জন্ম কি এমনই ভালো ? সন্ধ্যা হতে দেয়নি সেখানে,
অন্ধকার আলো করে দেয় মলিন জামায় ?
কখনো জাগিনি আগে ভোরবেলা না জাগিলে আর
কেমনে পেতাম ঘাসে শিশিরের নৈঃশব্দ্য করুণা
অবিরাম বুকে হেঁটে পার হয়ে যাওয়া— জীবনে পাহাড়
বাঘেরও অসাধ্য, আমি বাঘ হতে বড় জন্তু কিনা ?
একি স্বাভাবিকভাবে আজ তুমি জাগালে আমায়
একি একটি জন্ম ভোরবেলায় উজ্জ্বল জামায় ॥

জঙ্গলে যাবার

জঙ্গলে যাবার কোনো দিনক্ষণ নির্ধারিত নেই,
যে-কোনো সময়ে তুমি জঙ্গলের মধ্যে যেতে পারো।
পাতা কুড়োতেই যাও, কিংবা দিতে কুঠারের ঘা,
জঙ্গলে যাবার জন্যে অকৃপণ নিমন্ত্রণ আছে।
জঙ্গলে চাঁদের সঙ্গে হেঁটে গেছো কখনো জ্যোৎস্নায় ?
পাতার করাতে চাঁদ ছিন্নভিন্ন হতে দেখেছো কি ?
ফুটবলের মতো চাঁদ পড়ে আছে টিলার উপরে—
কখন গভীর রাতে খেলা হবে, জয়োল্লাস হবে—
এসব মুহূর্তে তুমি জঙ্গলের মধ্যে যেতে পারো ॥

তাই আসা একদিন

অর্জুনের বন পার হয়ে চলে আসি।
দীর্ঘ তৈরি বন, যার শৈশব কাটেনি,
শিশুর মুখশ্রী ভরে সূর্যাস্ত ছড়ানো

সবুজ বাদার গন্ধ ঝাপটা মারে নাকে,
সেগুন-মঞ্জরী ঝরে বৃষ্টির ধারায়,
ধাবমান মরা আলো ছেড়ে যেতে চায়

গন্তব্য যেখানে হোক, পূর্ণ হতে আসা
হৃদয়ে হৃদয়ে যদি জাগে ভালোবাসা,
তাই আসা একদিন, পূর্ণ হতে আসা ॥

এখানে নিঃশব্দ তুমি

শাদা কাপাসের তৃষ্ণা বনের আড়ালে
রক্তের রোমাঞ্চ, দাগ ··
নীল ছই, তাঁবু
টমটমের শব্দ হয় ঝুঁকে-পড়া শুকতারকায়
এখানে নিঃশব্দ তুমি।
সজারুর নৃত্য কি তুফান?
রটনা নেহাৎ অল্প, কর্মক্ষম চাবি
সিন্দুকের ডালা খোলে
দুঃখের মান্ধাতা, ফটোগ্রাফ···
অমূলতরুর ফুল
সবই করো তুচ্ছ, মূল্যবান!
এখানে নিঃশব্দ তুমি
বড়ো বাড়ি পাঁচিল রাখে না
হাট ভেঙে পড়ে নদীতীর
পারঘাটা
ছলাৎ ছলাৎ শব্দে কাছে এসে কুর্নিশ জানায়
ওপাড়ার লোকালয়
কিন্তু তুমি কাপাসেরই কাছে
রক্তের শপথে বন্দী
বনের আড়ালে দাগ
হাল, ছই, তাঁবু
টমটমের শব্দ হয় ঝুঁকে-পড়া শুকতারকায়···
এখানে নিঃশব্দ তুমি॥

করাতের শব্দ শুনি

করাতের শব্দ শুনি বনের ভিতরে
করাতের শব্দ শুনি মনের ভিতরে
কারা যেন কাঠ কাটে
করাতের শব্দে কারা কাঁপায় জঙ্গল···

মনে পড়ে তার যত ফল
খেয়েছি প্রাণেব জন্য, তার মূল্য কতো !

এখন করাতে চিরে মূল্য দেয় সজ্জন মানুষ
ঘর বাঁধে, ঘর বেঁধে রাখে
বংশপরম্পরা পুত্র ঘটিবাটি হলুদ দলিল
—কিন্তু কে যে থাকে ?
অন্তত, যে ফল দেয় সেই যায় কর্কশ করাতে

কারা যেন কাঠ কাটে
করাতের মধ্যে কারা কাঁপায় জঙ্গল ··
মনে পড়ে তার যতো ফল
খেয়েছি প্রাণের জন্য, তার মূল্য কতো !

জঙ্গলের মধ্যে ঘর ঈশ্বর গড়েন

বৃষ্টিতে ডুয়ারস খুবই পর্যটনময়।
মেহগনি-বীথি পার হলে পাবে দোতলা বাংলোটি
কাঁটাতার বেড়া-ঘেরা সবুজ চাদরে ঘাস বড়ো উচ্ছৃঙ্খল
এখন, এখানে।
তাকে ঘিরে আছে কিছু রুদ্রাক্ষের গাছ ছাতার মতন
কৃষ্ণের দেহের বর্ণময় ফল পড়ে আছে ঘাসে,
রাতের বাদুড় তার মুখ থেকে খসিয়ে গিয়েছে,
বৃষ্টিপতনের চাপে হয়তো বা। খুঁটিমারি রেনজ
দোতলা বাংলোর ঘর আমাদের দখলে দিয়েছে
দু'রাতের জন্যে।

জঙ্গলের মধ্যে ঘর ঈশ্বর গড়েন।
মানুষের বসবাস সহজ সহজতর হবে ব'লে
ঈশ্বর গড়েন
জঙ্গলের মধ্যে ঘর —শিক্ষানবিশির জন্যে
ঈশ্বর গড়েন
মানুষেও পারে
অনভ্যস্ত মানুষের অভ্যাসের জন্যে আজ
মানুষেও পারে
ঈশ্বরের কাজ হাতে, উত্তরসূরির মতো, নিয়ে নিতে
এবং বাড়াতে,
দুঃখ ও সুখের মধ্যে থাকবে ব'লে, মানুষেই পারে।

এখন জঙ্গল খুব উপদ্রুত নয়।
মানুষের ভয়ে সব পশুপাখি
অধিক অধিকতর জঙ্গলের দিকে সরে গেছে।

মানুষের সাধ্য নয় সে-গভীরে যাওয়া
প্রাণভয়, কুশলতা অপেক্ষাও বড়
ওরা গেছে প্রাণভয়ে, নিজেকে জেতাতে নয়, বাঁচার তাগিদে
মানুষের মতো নয়, শিকারীর মতো নয় কোনো।

খুঁটিমারি বাংলো জুড়ে বসে থেকে অবাক হয়েছি!
তেমন নিষিদ্ধ কোনো পাখি নয়, কাক ও শালিখ—
যাদের গৃহস্থ বলে মোটামুটি, তারাই এসেছে
কখনো রেলিং-এ বসে খাদ্যের গন্ধের দিকে
পলক ফেলেছে,
কখনো উঠোনে খুঁটে তুলেছে কেঁচো বা কীট—নিজস্ব তাদের
মানুষের মুখাপেক্ষী থেকে এক উদাসীনতায়
তাদের ফুসফুস ভরে গেছে, শুধু মনটি ভরেনি
মন ও খাদ্যের মধ্যে অপরূপ যোগাযোগ আছে,
আমি জানি।

ছেড়ে চলো খুঁটিমারি, মেহগনি-রুদ্রাক্ষের বন
খাট ও পালঙ্ক, কাচ-ক্রকারিজ, চিরুনির চুল
ছেড়ে চলো সুবাতাস, সোঁদা গন্ধ, কাদা মাটিময়
জঙ্গল, যা পাখিহীন, পশুশূন্য, ছেড়ে চলো তাকে
এভাবেই যেতে হয়, যা তোমাকে পরিত্যাগ করে
তাকে ছেড়ে।
স্মৃতি বেদনার মালা ছিঁড়ে ফেলে, বাগানে ছড়িয়ে
এভাবেই যেতে হয় দ'লে ম'লে অন্ধের মতন।

এবার জঙ্গলে সরাসরি নয়, পথ খুঁড়ে খুঁড়ে
দু'পাশে জঙ্গল রেখে ক্রমাগত ছুটে-দৌড়ে যাওয়া
জঙ্গলের মায়া মেখে, ছায়া মেখে উত্তরের দিকে

ক্রমাগত চলে যাওয়া, পিছনে ব'লেও যাওয়া নয়
শুধু যাওয়া, শুধু চলে যাওয়া।
এবার জঙ্গলে সরাসরি নয়, মেটেলির হাটে
জঙ্গলের কিছু কিছু লোক ছুঁতে যাওয়া।
মেটেলি-চালসার হাটে চলো যাই
ঘুরে-ঘুরে-ঘুরে
পাহাড় পাকিয়ে উঠে চলো পথ ঘুরে-ঘুরে-ঘুরে।

কাছে দূরে চা বাগান, ধোঁয়া ওঠে পাকিয়ে আকাশে-
এখানেও পাকদণ্ডী! ধোঁয়ার প্রকৃত পাকা পথ
উত্তর বাংলার।
এ-নিসর্গ দ্বিতীয়রহিত
জঙ্গল-পাহাড়-নদী মানুষের মুখশ্রী বাড়ায়
ছায়া ফেলে মুখে।
মানুষ এখানে খুব দ্রুতগামী নয়
মাটির মানুষ নয় খরস্রোতা নদীর মতন
কিংবা শুধু পাহাড়ের মতো নয় সম্পন্ন সবুজে।
বিপন্নতা আছে, ধৃতি, বৃন্ত, পাতা আছে—
শুধু হাহাকার নয়, আনন্দও আছে,
মাদলে-বাদলে বাজে হাতের খঞ্জনী,
পায়ের নূপুর বাজে জলে যেন নুড়ি
ঘোরা গান গেয়ে চলে মহামান্য বুড়ি
তিস্তা।

চাতালে বসেছে হাট। দেখে মনে হবে
শর্করা মণ্ডের পানে ছুটেছে মানুষ
সারিবদ্ধ, পিঁপড়ের মতন
বাগানে বল্মীকস্তূপ ভেঙে-ভেঙে ছুটেছে বাল্মীকি—

হাটে যাবে !
সপ্তাহের হাট,
ছ'দিনের ধান ভেঙে চাল করা আলোর মতন
এই হাট
ছ'দিনের ধান ভেঙে কায়ক্লেশে ভাতের মতন
এই হাট !
বন্দীর জানলার মতো হাতছানিময়
খোলা খাঁচা নিয়ে পাখি যেমন বিমূঢ়
মানুষও বিমূঢ় হয় ছ'-ছ' দিন ভেবে
অতোটুকু মুক্তি পেলে, কীভাবে সামলাবে ?

একসময় সন্ধ্যা নেমে আসে
মাদলে স্খলিত কাঠি ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে আকাশে-বাতাসে
সন্ধ্যা হয়ে আসে ।
বিজয়ী মোরগ বুকে ওরাঁও মরদ হাসে যতো
তারও বেশি কাঁদে
কারণ না জেনে কাঁদে ধুলোয় লুটিয়ে
ছ'দিনের কান্না যেন একদিনে ফুরোবে
হালকা-বুকে ফিরে যাবে বাগিচা-বস্তিতে —
যাওয়া যায় ?
বাগিচার মধ্যে বস্তি ঈশ্বরই গড়েন ॥

পৌঁছেছি দু'জন, কিন্তু, দুই ডাকনামে

বিস্রস্ত সোনালি চুলে মায়া লেগেছিলো
এবং বনের ছায়া সমর্পিতপ্রাণ।
আমরা দু'জনে ছুটে গিয়েছি সন্ন্যাসে,
কেউ কি চেয়েছি নিতে প্রিয় পরিত্রাণ ?

বনের ওপারে ঐ সুখচর গ্রামে
পৌঁছেছি দু'জন, কিন্তু, দুই ডাকনামে।
একটি নাম থেকে অন্য নাম ছিলো দূর,
সুখচর গ্রামে থাকা ছিলো না মধুর!

প্রকৃতির কাছে ফেরো

প্রকৃতির কাছে ফেরো, মানুষ যেভাবে
ঘাস খায় রোজ, কিছু শস্তা ব'লে, স্বাস্থ্যকর ব'লে
তুমিও সেভাবে ফেরো, ঘাসের গুচ্ছের
ভিতরে পা মেলে বসো, লোভে-তাপে সবুজ নরম
করো ঘাস, নুন খাও
অবশ্য পৃথিবী ভারি নোনা
রক্তে অশ্রুজলে আর হাড়ে চুনে যথেষ্ট আমিষ !

প্রকৃতির কাছে ফেরো, মানুষ যেভাবে
শূন্য ভালোবাসা থেকে কাছে ফেরে সম্পূর্ণ কলসে—
ডুবে থাকা ভালো, কিন্তু তাতে যদি সমুদ্র শুকায়
কিছুতেই ভালো নয়, কিংবা হিংস্র টুঁটি টিপে ধরা
মানুষেরই, টান দিয়ে কোনমতে বক্ষলগ্ন করা
এসব ঘটনা আজো পৃথিবীতে ঘটে আকছারই
যে বলে বিরুদ্ধে তার, সে বিষণ্ণ বিশ্বাসঘাতক
শাস্তি তার মৃত্যু, মানে রক্ত খাওয়া, তপ্ত মাংস খাওয়া·
অথচ, যা পুষ্টি ঘাসে, শান্তি ও সন্ন্যাস, বিসর্জন
তা জানে সকলে, শুধু কাজ করে খেতে খাদ্যবিষ !

মনে মনে, গাছের শিকড়ের সঙ্গে

মনে মনে, গাছের শিকড়ের সঙ্গে গড়াতে-গড়াতে
অনেক দূর পর্যন্ত চলে এসেছি।
এখান থেকে চোখে পড়ে মৃদঙ্গভাঙা নদীর একটা পাশ
দুঃখের মতন তীব্র
হলুদ, অন্য পাশ কুয়াশা আড়াল করে রেখেছে।
আমি আর আমার আপন গাছের শিকড়, দু'জনে, চেয়ে চেয়ে দেখছি
মাটির নরম ফুটোর মধ্যে দিয়ে
এক চাপড়া লাল কাঁকড়া, তার গেরস্থালি, গাঁ-গেরাম —
চোখে বাইনেকুলর লাগানোর মতন, ঐ গর্ত,
একটানে পৃথিবীর যাবতীয় লটবহর,
এনে হাজির করেছে।
তার মধ্যে থেকে হতো ঝাড়াই-বাছাই, গোছগাছ
কী নেবো আর কী ফিরিয়ে দেবোর হিসেবনিকেশ, খাতাপত্তর ···
মনে মনে, গাছের শিকড়ের সঙ্গে গড়াতে-গড়াতে
অনেকদূর পর্যন্ত চলে এসেছি॥

পরিত্রাণ চাই

ও হিরণ্যগর্ভ, আমি পরিত্রাণ চাই—
যা কিছু নিজের, আমি ফেলেই এসেছি
ও হিরণ্যগর্ভ, আমি পরিত্রাণ চাই

সুখে-দুঃখে থাক এই সবুজ কল্যাণ
মৃতের ভিতরে মরে থাক দুইজন।
বেঁচে মরে বৃষ্টি হয়ে যাক সাধারণ
ও হিরণ্যগর্ভ, আমি পরিত্রাণ চাই ॥

শিকার কাহিনী

একটি শরাল, সুস্থ শরাল পড়লো বাদার জলে
অন্যটি চক্করে ঘুরছে নীল আকাশের তলায়
পরিবেশ কাঁদিয়ে ফিরছে সখেদ মনস্তাপে
কিছুক্ষণের জন্যে শরাল বনবাদা দাপায়
তারপরে চুপ, কাতর মানুষ পাতায় মুড়ে তাকে
খড়বিচুলি কুটোর চিতায় আধপোড়ালো ঝাঁকে
আহুড়িয়ার জঙ্গলে ভোজ একটুকরো শরালে
তিন বন্দুক ঝুলিয়ে রাখা পিয়াল গাছের ডালে
দু'গণ্ডা লোক দু'গণ্ডা পোক নেবুঘাসের রসে
প'টাক্ করে চুল্লু মারে নিসর্গ-সন্ন্যাসে !

২.

সর্ষে যেমন ছড়িয়ে পড়ে, ছড়ায় বর্ধমানে
পাতাপোড়ার সুবাস স্মৃতি আলোচনায় টানে
পিছলে যেতে-যেতে চাকায় থেঁতলে গেলো মাথা
রাং-কলিজার উদোর পিণ্ডি পড়লো সবার পাতে
বীঅর-টীঅর চললো বহুৎ, পরের ভ্রমণসূচী—
একবাক্যে বললো সবাই : অরুচি অরুচি···
জঙ্গলে গে' কী লাভ হলো ? এই তো হরিণ খেলুম

৩.

দুর্গাপুজোর পূর্বে যেন কুমোরটুলি পাড়া !
দোমেটে পিরতিমের ঝাঁকে, কাঁচা দেখতে এসে
বায়নানামা লট্‌কে দেওয়া, তাও তো, ভালোবেসেই
মনটা ভালো বনটা ভালো আহুড়িয়ার দেশে
বাহুড়িয়ার পরে, ও ভাই আহুড়িয়ার দেশে

৪.

শিকারপর্বে সেবার ছিলো লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে
চুনাপাথর খণ্ড হলো একটি চুমু খেয়ে
শিকারপর্বে সেবার ছিলো লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে
আগলপাগল ভাঙতে-ভাঙতে চলছিলো গান গেয়ে

মোটা টাকার মুজরো পেয়ে, লক্ষ্মী, স্বর্গে গেছে
আতুড়িয়ার আকাশমণি যেতেও দেখেছে
তবে অবিশ্বাসের কী ?
একটিমাত্র দিনই তো তার সঙ্গে মিশেছি !

৫.

শিকার সবাই করে
মেঝেতে সড়সড়ে পিঁপড়ে দেখলে চাপড় মারে
বাচ্চা কুঠো সাচ্চা ঝুটো পিঁপড়ে সবাই মারে
বাঘ মারে ক'জনায় ?

ও অবিচল

ইচ্ছে করে মনের মধ্যে তোমার মৃতদেহ পোড়াই
ইচ্ছে করে যখন নীলে ঐ পুরনো আকাশ জোড়াই
যেন মনের বনের মধ্যে তোমার মৃতদেহ পোড়াই
নীল না পেলে পাবো সবুজ, ও অবিচল, তোমাকে ঠিক
পাবো আমার হাতের মধ্যে।

ঐখানে যে সাতমহলা ছিলো প্রাসাদ
একসময়ে হতো তো সাধ
তার ভিতরে
প্রবেশ করা এবং দখলদারি নেওয়া সিংহগড়ের···
আজ পড়ে তার আধভাঙা ইট
তোমায়-ভরা স্মৃতির পাথর আজকে পোড়াই
ইচ্ছে করে লাটাই হাতে যেমন-তেমন ঘুড়ি ওড়াই
ঘর না পেলে পাবো আকাশ, ও অবিচল, তোমাকে ঠিক
পাবো আমার হাতের মধ্যে॥

বিবাহ ও বিসর্জন

সুন্দরের আয়তন জেনেছে সুন্দর-ই
কেউ নেই যে আমাকে বেঁধে রাখতে পারে
বেঁধে রেখে মারতে পারে, মেরে ফেলতে পারে
সুন্দরের আয়তন জেনেছে সুন্দর-ই !

সুন্দর কোথায় ? তুমি কথা কও, বিবাহও চাও।
নতুবা, খালের জলে ভেসে যাও গর্ভিণী মেধায়
রূপোপজীবিনী নও, তুমি নও ততো ক্ষুৎকাতর
পরিবেশ-পরিজন ভালোবাসো, কিন্তু কে না বাসে-
সুন্দর কোথায় ? তুমি কথা কও, বিবাহও চাও।
ভেবো দেখো চিরকাল—বিবাহ ও বিসর্জন আছে।

স্মৃতির রাংচিতা বেড়াজাল

নিশ্চিন্ত খোয়াই, হাওয়া ; তার মাঝে আমার পুরনো
ভেসে আসে শতছিন্ন স্মৃতির রাংচিতা বেড়াজাল
জালের ওপরে বন, বনের ওপারে ওঠে মেঘ
বিলিতি খুশির মতো আবহাওয়ায় বুনো মুরগি ডাকে

আমরাও ডাকি তাঁকে, যিনি একদিন
পাখির মতন উড়ে কিছুদূর কাজুবাদামের
সঙ্গে দৌড়ে গেছিলেন পরবাসনাম্নী বাড়িটাতে
ছিলেনও কয়েকটি দিন, রুগী যেমনি হাসপাতালে থাকে !
নিশ্চিন্ত খোয়াই, হাওয়া ; তার মাঝে আমার পুরনো
ভেসে আসে শতছিন্ন স্মৃতির রাংচিতা বেড়াজাল ॥

ব লে ছি লে

বলেছিলে, কাঁদবে না কখনো
পাথরে কি কান্না ভালো লাগে ?
বলেছিলে, অভ্যাসবশত,
কবিতার পুরুষ তুমি হে

বলেছিলে, বলেই কথাটি,
এখনো আমার মনে আছে—
হিমঘুম জাগায় সন্ত্রাস
ঝুলি আছে, ঘুঙুরও রয়েছে।

বলেছিলে, কাঁদবে না কখনো
পাথরে কি কান্না লাগে ভালো ?

তুমি আছো, সেইভাবে আছো

(দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে)

ভালোবাসা ভেবেছিলো, তোমাকে অর্পণ করে তার
যা আছে সবটুকু, দিয়ে, ছুটি নেবে, বিদায় জানাবে···
বিচারসাপেক্ষ এই জনে-জনে বেঁটে দেওয়া থেকে
এবার নিষ্কৃতি নেবে, ভালোবাসা ভেবেছিলো এই
কিন্তু, তুমি ছুটি নিয়ে গেলে···
স্মৃতির স্থগিত রূপ রেখে গেলে চোখের সুমুখে
বুকের ভিতরে রেখে গেলে নিষ্ঠাবান মাতৃমুখ
করস্পর্শ রেখে গেলে শোকদুঃখ থেকে তুলে নিতে,
বন্ধু ও শিশুর মতো কতোকাল তোমার প্রশ্রয়
পেয়েছি, তা, আমি জানি, আর জানি কখনো পাবো না।

পিছনে দেবদারু গাছ, তার শান্ত ছায়ার বিকেলে
প্রেসিডেনসি কলেজের সেই খে্যান, ঊর্ধ্বগামী সিঁড়ি,
বরফখণ্ডের রোদ বারান্দার এখানে-সেখানে
পড়ে আছে, তুমি নেই···
কোনদিন ছিলে না এমন, ছিলে নাকি ?
স্বভাব ছিলো না কিছু আগে আসা, সময়ের আগে ?
সময়ের বেশ কিছু আগে এসেছিলে বলে আফসোস করোনি,
এতো স্বাভাবিকভাবে তুমি সব মেনে নিয়েছিলে
আমরা পারিনি, তাই, মাঝেমধ্যে বেঁকেচুরে গেছি···
সাদর আঙুল তুলে তুমি সাবধান করে দিতে, মনে আছে ?
তোমার মন তো ভালো, কারো মন্দ কখনো ছাখোনি
নিজেকে বিপন্ন করে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছো
দীর্ঘ ও সহাস্য হাত অসুখের রেখেছো কপালে
কতোবার, আরোগ্যের মধ্যে ছিলো তোমার করুণা।

করুণাই বলি একে, বিশ্বাসভাজন ভালোবাসা
কিংবা, তারও চেয়ে কিছু বেশি এই নিষ্পলক আলো
অন্ধকার গলি থেকে বহুবার সড়কে এনেছে
আমাদের।

বন্ধু, সুখে থেকো আর মনে রেখো দেবদারুচ্ছায়ে
কিছু কিছু লতাগুল্ম, ছোট গাছপালা—তার কথা,
তোমার মন তো ভালো, মনে রেখো, পরিত্রাণ করো
প্রকৃত সংকট থেকে, ভালোবাসাহীনতার থেকে
ক্ষমা করো, শেষ দৃশ্যে আমি যেতে কিছুতে পারিনি
যাতে, মনে হতে পারে, তুমি আছো, সেইভাবে আছো,
যেভাবে আগেও ছিলে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে
কাছাকাছি॥

সাংকেতিক, কিন্তু রমনীয়

স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ওঠে হরিধ্বনি, শেয়ালে রা কাড়ে
শহরতলির সেরা চৌমোহনি, রাত একা বাড়ে
ওষ্ঠপিপাসার মতো—এখন টুপটাপ ঝরে হিম
অন্ধকার ট্রামলাইনে পড়েছে জাতকশূন্য ডিম
কানাভাঙা ভাঁড়ে
বিপুল তাড়সে রস পান করে বিশালাক্ষী ষাঁড়ে
বারুদে গরম পল্লী সজারুর স্বপ্নে ভাসমান—
এদেশের সাধারণ্য, বেতারে নিশ্চিন্ত, ওঠে গান
কিছুতে যাবে না ধরা, আলেয়ার মতন উত্তরে
ক্রমাগত ভ্রাম্যমাণ—বুদ্ধের আলেখ্য ? নাকি ঝড়ে
করুণ কামিনীগন্ধ তাৎক্ষণিক ? পরলোকপ্রিয়
এদেশ দেবে না ধরা, সাংকেতিক, কিন্তু রমনীয় !

কবিতা লেখার ক্লান্তি

কবিতা লেখার ক্লান্তি আমি আর বইতে পারবো না
তার চেয়ে এই ভালো, ধুলোমাখা মণ্ডপের শপ
গুছিয়ে সনেটে তোলা।
মহাপ্রভু গেছেন রোদ্দুরে
জুড়োতে পাথর তাঁর।
এইমাত্র লুট হয়ে গেলো
মহাপ্রভুতলা শান্ত, ভক্তেরা সুন্দর। ছুটি নিই
আমাকে মঞ্জুর করো, আর্জিপত্রে টিপছাপ দাও
নিরক্ষর ভগবান, আমি শপ গুছিয়ে রেখেছি
সনেটের মতো শক্ত — একবছর বাদে বোধ্য হবে
এবং মজুরি আমি নিতে এসে তছনছ আগুনে
পুড়ে মরবো···শান্তি শান্তি
কবিতা লেখার ক্লান্তি কিছুতেই বইতে পারবো না।

তোমার আড়ালে নষ্ট হতে পারি

নষ্ট হয়ে যেতে পারি একদিনে শস্যের মতন—
দিবারাত্রি বৃষ্টি মুন প্লাস্টারে আহত হয়ে বসে
মাটি ও মূলেতে বন্দী, কিংবা কাঁচা সবজির মতন
নষ্ট হতে পারি, যদি গোলাজাত করে রাখে চোর
নষ্ট হয়ে যেতে পারি, একদিনে, তোমার আড়ালে !

তুমিও তো একা আছো ? তোমাকে কি দেখতে আমি পাই ?
গোপন চিঠির মতো চালাচালি করে হরকরা
যা কিছু বাহ্যত লঘু, হাস্যকর ; আমাদের কাছে
তার দাম—বোঝে চাষী শস্য উপদ্রুত হলে কীটে
নষ্ট হয়ে যেতে পারি, ভয় হয়, তোমারই আড়ালে !

অথচ, পণ্ডিতে বলে, মন কতো সুদূরপ্রসারী !
হাঁসের চেয়েও লঘুপক্ষ, দেয় এক্সপার্ট সাঁতার
উড়ে আসে সাইবেরিয়া-মায়ার বরফ ত্যাগ করে
ত্যাগ করে নীল ঘুম, মদির বর্শার ফার্ন গড়—
কেননা, দেহের টানে সেও আছে জন্মসূত্রে বাঁধা !
আমিও তেমন, তাই নষ্ট হয়ে যাবার সময়ে
দিনের বরফ ভেদ করে তবু উড়ে যেতে চাই
যেখানে রয়েছো তুমি, সাধাহ্লাদ একাকার করে
দেহ নাকি দ্যোতনার মন্দির দরজা চাবিকাঠি ?
মুক্তি ও মৃত্যুতে মেশা সে এক সতর্ক অভিজ্ঞতা !

মনে হয় কিছু নেই

সমস্ত সম্পর্ক থেকে মানুষের মুক্তি হবে ব'লে
আমি এতকাল ধরে বসে আছি, দৈবাৎ কখনো
উঠে যাই, দেখে আসি, কোথাও প্রকৃত কোনো খেলা
হয় নাকি ? মানুষের মুক্তি নিয়ে, সার্থকতা নিয়ে ?

মানুষের মুক্তি যেন মানুষেই সম্ভব করেছে—
আজ এই লোকালয়ে, আজ এই খেলার ভিতরে।
মানুষের সাবধান পদচারণার মতো ধ্যেয়
মনে হয় কিছু নেই, যাকে ভালোবেসে যেতে পারি ॥

তোমার উজ্জ্বল ঘাড়ে হাত রেখে

তোমার উজ্জ্বল ঘাড়ে হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে দেখি
কুয়ো কী কঠিন কালো জল নিয়ে একাকীর খেলা
খেলছে নিশ্চিন্তে, যেন মাছরাঙা তার কেউ নয়
মাছরাঙা ওপাড়ার বোষ্টুমীর কোলের কাপড়ে
নিভৃত লুকোনো কিছু—হরিধ্বনি কিংবা হাতচিঠি
যে তাকে আশ্বাস দেয়, অন্ধকার দরজা খুলে দেবে !

তোমার উজ্জ্বল ঘাড়ে হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে পাই
পপলিন, সাবানগন্ধ কিংবা দূর সিক্ত ফেনময়
কষ্টিপাথরের সেই ছেলেবেলা, অবোধ আড়াল
যে দুটি স্তম্ভের জন্যে বারংবার বারান্দা বাড়াতে
বাথরুম-স্বপ্নের তুমি, ঘটনা তো শিখরের মেঘ
যদি সে নিশ্চিত বৃষ্টি কিংবা মৃত্যু অকস্মাৎ আনে ?
ও পথে আমার ভয় !

আমি আলিসার মাংস দাঁতে কাটি, মধুর সোয়াদে
ভরে যায় প্রাণমন, ছাদ ভেঙে একাকার করি
জুড়িগাড়ি তছনছ, পথ তুলে ব্রিজের মতন
চমৎকার বসে থাকি কাৎ হয়ে মান্ধাতার কোলে
আপিস-ইস্কুল নেই— লম্বা ছুটি কিংবা নির্বাসন
তোমরা যেভাবে নাও, নিতে পারো— আমি সুখী, সুখী !

হঠাৎ নিশ্চিত তার কণ্ঠস্বর ! কে তুমি, প্রাক্তন ?
মালিক ? ইজারাদার ? এদেশে পৌঁছুলে কোন ট্রেনে ?
দুঃখী রুগ্ন বাউণ্ডুলে— পাঁচজন চাঁটায় যার মাথা

সেই তুমি এসে গেছো ! এখন আলিসা-মুক্ত সব
ছিন্নভিন্ন ঘাড়, বাঁধ — নদীসুদ্ধ গণ্ডুষে গিলেছি
চিরতৃপ্ত দাস আমি, কোলে দাও চরণ তোমার ॥

আর না

অনেক শোকে দুঃখে পাথর, ভেবেছি তাই আর না,
এ পথ ছেড়ে অন্য পথে গভীর হলো কান্না।
তা হোক, তবু অবুঝ হৃদয় বাঁচে তৃষ্ণায়,
মানুষ থাক অশিববাক্, পাথর হতে দিস নে।

সহজ সুরসাধনে আজ বিরত তোর ওষ্ঠ,
জটিলতার সাধা সাঁতার দিতেন তিনি গোষ্ঠে।
ভালো ছিলেন ভুলিয়ে সব, মানুষ জানে সে-কলরব
এবং শত শোকে পাথর, ভেবেছি তাই আর না···
এ পথ ছেড়ে অন্য পথে গভীর হলো কান্না॥

বরকতের সোনার দেহ

একটি ছুটি মানুষ আজো আঁধারে গান গায়—
এতো আলোর মধ্যে আকাশ বাংলাভাষায় ভরা
বুকের মধ্যে চলছে ছুটে সোনালি হরকরা
আমার বাংলাদেশের মাটি-পাথর ভিজে নদী
এখন তারা স্বাধীন, আমায় আসতে বলে যদি
রক্তপাতের উপর যখন গড়েছে এক প্রাসাদ
এবার আমি যাবোই, গিয়ে বলবো, তোমার কাছে
বরকতের সোনার দেহ— ঐ তো পড়ে আছে
তার কবরে দাও বিছিয়ে ভাষার স্বাধীন দেশের
নীল পতাকা···

বেঁচে আছি

খানাখন্দ ভেতরে না হোক
আছে
তাই তো তারই কাছে
ঝুড়িভর্তি পাথর আনতে ছুটি
সে সঙ্গে একমুঠি
অন্ন
কৃপা করো— সবার জন্য
কিছু না থাক শ্মশানের দরজাটাই খোলা
ধানের গোলা
ছাই
দিগন্তে বাজখাঁই
চাঁদের আলো
ভালো-
না বাসার অর্থ— কাঠিন্য
সবার জন্য
শ্মশানের দরজাটাই খোলা
ধানের গোলা
ছাই
দিগন্তে বাজখাঁই
চাঁদের আলো
ভালো
এটুকুর জন্যেই বেঁচে আছি ॥

প্রচ্ছন্ন স্বদেশ

সিন্দুকের ডালা খোলা, তার মধ্যে রাজরাজেশ্বর
মোহর,
আমার ক্ষুধা একমুঠো ভাতের।
প্রয়োজন ছিল নদী, ঠেকেছি পাথরে,
সুখের কাপাস আনতে খোঁচাই কাতরে,
স্বাভাবিক॥